স্বপ্নময়ের মা

সুদীপ্ত দাস

''ঠিক আছে, যথেষ্ট জানা হয়ে গেছে কতটা ফিলিঙ্স্ তোমার আছে আমার প্রতি। আমি আর কিছু বলতে চাই না। বলার অছেই বা কি? আমি যদি কাউকে পাগলের মত ভালোবাসি, অমি যদি কাউকে ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে না পারি, that's my fault। আমি তো কোন দিনও আশা করি নি যে তুমিও আমাকে পাগলের মত ভালোবাসবে। তোমার কাছে যা পেয়েছি তাই আনেক, আমি যথেষ্ট খুশী। তোমার সব কথাই যখন আমি মেনে নিয়েছি তখন এটাও না মেনে নেবার তো কোন কারণ নেই!! ভালো থেকো, আমি এখন রাখছি''

স্বপ্নময়ের স্বপ্ন ভঙ্গ হল, মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। কন্ঠস্বর শেষের দিকে কাঁপতে শুরু করেছিল। সমগ্র মুখের ভৌগোলিক বিবর্তন একটা অদ্ভুত আকার ধারণ করেছিল। ভালোবাসা, অভিমান, অনুতাপ, অসহায়তা, হাহুতাশ, বেদনা ইত্যাদি ভাবের আতিশয্যে যে নাটকীয়তার সৃষ্টি হল, তা হয়ত দূরভাষে বহন করা সম্ভব হল না, কিন্তু দূরভাষের অপর প্রান্তে বসে থাকা অহনার কাছে কিছুই লুকোনো রইল না। তার অভিজ্ঞতার খাতায় আরেকটা পাতা সংযোজিত হল। এরকম সমুদ্রমন্থন আগেও অনেক বার হয়েছে - মহাদেবের ভুমিকাতে প্রতিবার অহনাকেই উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। খুব কাছে গেলে হয়ত অহনার গলার নীল রংটাও দেখা যাবে!!

ফোন রেখে দিল অহনা। কিছুটা উদাসীন। সত্যিই, আজ বাবাকে আজে বাজে কিছু বলে স্বপ্নময়ের সাথে সিনেমা দেখা একেবারেই সম্ভব নয়। তা ছাড়া বাবাকে মিথ্যে কথা বলে কিছু করতে অহনার সত্যিই বাধে। মাকে ত সে দেখেই নি। খুবই ছোটবেলায় অনাবিলের সাথে ঝগড়া করে সে অহনাকে ফেলে চলে গেছে অনিমেষের সাথে। অহনার এক দাদা ছিল। অনেক কোর্টকাচারির পর অহনা পড়ল অনাবিলের ভাগ্যে। দাদাকে নিয়ে মা যে কোথায় চলে গেল, তা না জানে অনাবিল, না জানে অহনা। অনাবিল গত সতের বছর ধরে অকৃতদার। অহনাকে নিয়েই তার স্বপ্ন। তবে বাবার কথাবার্তায় অহনা স্পষ্টই বোঝে যে জিজের জীবনের ভালোবাসার ব্যর্থ পরিণামের পুনরাবৃত্তি সে কোন দিনই হতে দেবে না অহনার ক্ষেত্রে। অহনার ব্যপারে অনাবিল খবই possessive। কিছুটা সন্দেহ প্রবণও হয়ে যাচ্ছে আজ কাল। কলেজ থেকে ফিরতে একটু দেরী হলেই হাজার প্রশ্ন। তাই স্বপ্নময়ের সাথে দেখা করতে গেলেই বাবাকে এক গাদা মিথ্যে কথা বলে যেতে হয়। বান্ধবীদেরও বলা আছে - হঠাৎ কোন অঘটন ঘটলে যেন তারা অনাবিলকে সামলে নেয়। কিন্তু আজ অনাবিলের শরীরটা একটু খারাপ। তাই বাবাকে মিথ্যে করে বানিয়ে বানিয়ে কিছু বলে স্বপ্নময়ের সাথে বেড়তে সে আজ একেবারেই পারবে না। তাই ফোনের অপর প্রান্তে এত চোটপাট।

কিন্তু অহনা স্বপ্নময়কে কোনদিনও দোষ দেয় নি। ছেলেটা সত্যিই খুবই ভালো। মাঝে মাঝে রেগে গেলে অহনার যেন স্বপ্নময়কে আরো বেশী ভালো লাগে। স্বপ্নময়ের থেকে বেশী কেউ ভালোবাসতে পারে - সেটা অহনা যেন কোনদিনও ভাবতেই পারে না। তার সব মনের কথা কি করে যে ও সব জেনে যায় তা অহনা আজও ভেবে পায় না। মাত্র কয়েক মাসের আলাপ। ICSE র পর ISC তে ভর্তি হবার সময় থেকে স্বপ্নময়ের সাথে আলাপ। এর মধ্যেই কত কাছের মানুষ হয়ে গেছে ও। অহনার থেকে বছর দুএকের বড় হবে স্বপ্নময়। কলকাতায় নতুন এসেছে। আগে বম্বেতে ছিল। কোন ভাই বোন নেই। মা বাবার এক মাত্র ছেলে - তাই আদরটা একটু বেশী। যখন যা চেয়েছে তাই পেয়েছে - তাই কিছু একটা না পেলেই যেন জেদটা বেড়ে যায়। আর গত কয়ের মাসে জেদের প্রকোপটা সব থেকে বেশী পড়েছে অহনার উপরেই।

তবে অহনা ভালো করেই জানে এর পরে কি কি ঘটবে। ঘন্টাখানেক বাদে আরেকবার ফোন আসবে। অপর প্রান্তে পরাজিত সেনাপতির মত সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে মিহি গলায় কাকুতি মিনতি করবে স্বপ্নময় - please রেগে যেও না। আমার কি যে হয় মাঝে মাঝে -রেগে যাই। বিশ্বাস কর, আর কোন দিনও রেগে যাবো না। তোমাকে কোন দিনও আর আজে বাজে কিছু বলব না। please কিছু মনে কোরো না - তখন অহনাকেই বলতে হবে - দেখ স্বপ্নময়, তোমার রাগটাও আমার ভীষণ মিষ্টি লাগে। তুমি যেমনটি আছ, তেমনটিই থেক। এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই ফোনটা বেজে উঠল।

।। ২ ।।

- কি বাবি, খবর কি? অহনা কে রে?

- কে অহনা? স্বপ্নময় অপ্রস্তুত।

- না, বিশেষ কেউ না, একটা মেয়ে বলেই ত মনে হয়।

- কি করে জানলে?

- দেখ চাঁদু, ঘাসে মুখ দিয়ে আর আমি চলি না। আমার ভাইপো মেয়ে চড়িয়ে বেড়াচ্ছে আর আমি কাকা হয়ে জানতে পারছি না - তা ত হতেই পারে না।

- please, কাকু, মা বাবাকে বল না।

- কেন?

- ওরে ব্বাবা, হাজারটা প্রশ্ন হবে - কে, কখন, কেন, কি করে - please বল না।

- ঠিক আছে, আমাকে ত বল!!

- কি জানবে বল!!

- কাকু, মা!!

কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে হঠাৎ কথা ঘোরাতে গিয়ে ও বলল - হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম, ওর বাবার নাম

- অনল ঘোষ।

- কার বাবা রে বাবি? - স্বপ্নময়ের মা।

- ঐ, আমার এক বন্ধুর -

- ঠিক আছে বৌদি, আজ তাহলে উঠি। প্রদীপ চলে গেল।

বাবির মা হঠাৎ বলে উঠল - বাবি, আর কত দিন লুকিয়ে চুড়িয়ে চলবে? এবার একদিন অহনাকে বাড়ি নিয়ে আয়। আমরাও একবার দেখি। মা হিসেবে তো এইটুকুও অধিকার আছে!!

- তুমি জানলে কি করে?

- তা জেনে গেছি!!

- কি করে?

- তা থাক। আচ্ছা, অহনার মা বাবার কথা কিছু বল।

- ওর মা নেই।

- মারা গেছে?

- না।

- তা হলে?

বাকিটা আর বলা হল না। কলিংবেল বেজে উঠল। স্বপ্নময়ের মা উঠে গেল। স্বপ্নময় সে যাত্রা বেঁচে গেল। একেবারে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কি বিচ্ছিরিই না ব্যপার। এ গুলো নিশ্চই কাকুর কাজ। বিশ্বের সব খবর থাকে ওনার কাছে আর বৌদিকে এসে সব বলা চাই। কিন্তু রেহাই পেল না। রাত্রে মা আবার ধরল - হ্যাঁ রে, কি যেন বলছিলি অহনার মায়ের ব্যপারে?

- আমি বেশী কিছু জানি না। কারণ মায়ের প্রসঙ্গ এলেই অহনা এড়িয়ে যায়। ওর বাবার সাথে মায়ের divorce হয়েছে অনেক দিন আগেই। তখন অহনা খুবই ছোট। তারপর থেকে ওর বাবা একাই আছেন অহনাকে নিয়ে। জানো মা, ও না মাঝে মাঝে খুব দুঃখ করে। আমরা যখন মা বাবার প্রসঙ্গ তুলি, তখন ও কেমন যেন হয়ে যায়। কথা বলে না অনেক্ষণ। চুপ করে থাকে!!

বাবির কথা গুলো শেষ হল না। বাবির মা উঠে গেল বিছানা থেকে হঠাৎ। বাবি বলেই চলেছিল। খেয়ালই করে নি কখন মা উঠে গেছে। হঠাৎ পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে মা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, এক নিবিষে কি যেন দেখছে। স্বপ্নময় ডাকল - মা। কোন সাড়া এল না। আবার ডাকল - মা। তখন স্বপ্নোত্থিতের মত সপ্নমাখা চোখে স্বপ্নময়ের মা স্বপ্ন ঠেলে উঠে আসতে চেষ্টা করল বাস্তবে। খুব কষ্ট করে জিজ্ঞাসা করল - বাবি, অহনা কোথায় থাকে রে? বাবি বলল - লেকগার্ডেন্স্এ। কিছুটা যেন নিশ্চিন্ত দেখাল মাকে। কিছুটা নিবিড় হল বাবির সাথে। মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল - জানিস, বাবি, তোর মাকে তুই যতটা ভালো ভাবিস, ততটা কিন্তু ভালো আমি নই। মায়ের মুখে হঠাৎ এ সব কথা শুনে বাবি কিছুটা হতবম্ব হল। ইতিমধ্যে বাবির বাবা ঘরে ঢুকল। পর্দার আড়াল থেকে সে হয়ত সবই শুনেছে, হয়ত ব্যপারটার গুরুত্বটা বুঝেছে। তাই তাকেও যেন কিছুটা অন্যরকম দেখাল। কিন্তু অবস্থাটা সামাল দিতেই যেন হঠাৎ জোর করে হেসে বলল - কি বাবি, তোমার মায়ের নিশ্চই আবার সেই ভুল বকার অভ্যেসটা হয়েছে। আসলে কি

জানিস? যখন তুই একবার খুব ছোট ছিলি, আমরা তোকে ফেলে একটা পার্টিতে গেছিলাম। এসে দেখি তুই খাট থেকে পড়ে গিয়ে ঠোঁট কেটে ফেলেছিস। সেই থেকেই তোর মা মাঝে মাঝে বলে, ‘‘আমি খুব খারাপ‘‘, এই আর কি!! নে অনেক রাত হয়েছে, এবার শুয়ে পড়।

মাকে নিয়ে বাবা অন্য ঘরে চলে গেল। স্বপ্নময়ের চোখের সামনে অনেক কিছু ঘোলাটে হয়ে গেল। সে তো আর ছোট নেই। আঠারো বছর বয়সটা অনেক কিছুই বেশী বোঝে। অনেক কিছু হয়ত অন্যেরা বুঝতে দেয় না, তবুও না-বোঝা সে সব কিছু থেকে অনেক কিছুই বুঝে নিতে হয়। স্বপ্নময়কেও অনেক কিছু বুঝে নিতে হল। প্রথম থেকে পুরো ব্যপারটা ভাবতে ভাবতেই সেদিন হঠাৎ কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল সে, নিজেরও খেয়াল রইল না।

।।৩।।

পরের দিন মা তাকে বলল - বাবি, অহনাকে একবার আমাদের বাড়িতে আসতে বলবি?

- হ্যাঁ - নির্লিপ্ত ভাবে বলল স্বপ্নময়। অহনাকে ফোন করল।
- আজ আসবে?
- কোথায়?
- আমাদের বাড়ি।
- কেন?
- মা আসতে বলেছে।
- ধুর, মিথ্যে কথা বোল না।
- সত্যি বলছি।
- ও ব্বাবা, না, হবে না। ভয় লাগছে!!
- উফ, তোমাকে আসতেই হবে। হাজরাতে wait কর বিকেল সাড়ে চারটায়। আমি নিয়ে আসব। এস কিন্তু। রাখছি।

হঠাৎ স্বপ্নময় লাইন কেটে দিল। অহনা বুঝল নিশ্চই কোন কিছু serious হয়েছে। তবে এ নতুন কিছু না। অহনা এই সব serious ব্যপারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

ঠিক সাড়ে চারটায় হাজরাতে গিয়ে দেখল স্বপ্নময় দাঁড়িয়ে আছে। পুরো পথ কোন কথা বলল না। অহনা কয়েকবার জিজ্ঞাস করেছে, কি হল, কোন জবাব মেলে নি। এও নতুন কিছু না, ঝড়ের আগে এরকম গুমোট পরিবেশ আগেও হয়েছে। তাই বোঝা গেল ঝড় অনিবার্য। তবে একটা ব্যপার অহনা বুঝল না - এর আগে প্রত্যেক বার ঝড়ের আগে নিম্নচাপের আভাস পাওয়া গেছিল। এবার যেন ফরসা আকাশেই কালবৈশাখী!!

অনেকক্ষণ বাদে হঠাৎ স্বপ্নময় বলল - জানো, আমার মায়ের আগে একটা বিয়ে ছিল।
- কি বলছ তুমি?
- ঠিকই বলছি। গতকাল রাত্রে আমি মা বাবার কথা আড়াল থেকে শুনেছি।
- আগে কোন দিনও জানতে পার নি?
- না।
- তুমি ঠিক শুনেছ?
- হ্যাঁ।

তারপর অহনা অনেক প্রশ্ন করেছে, কিন্তু কোন উত্তর পায় নি। হঠাৎ করে স্বপ্নময়ের মা তার চোখে অনেকটা নেমে আসলেন। তাঁকে ও কোনদিনও দেখে নি। স্বপ্নময়ের মা হিসেবে তাঁর একটা সুন্দর জায়গা ছিল অহনার মনে। নিজের মাকে ওর মনেই নাই। স্বপ্নময়ের কাছে মায়ের কথা শুনকে ওর খুব ভালো লাগত। কেমন যেন তাঁকে আপন-আপন মনে হত। স্বপ্নময় আর তার মায়ের মধ্যে কখন যেন কিজেকেই সে অজান্তে স্থাপন করে ফেলেছে। আজ হঠাৎ সেই সংস্থাপনটা আহত হল ভীষণ ভাবে।

টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ স্বপ্নময় অহনার হাত চেপে ধরল। চমকে উঠল অহনা। আগে কখনও রাস্তায় স্বপ্নময় তাকে স্পর্শ করে নি। খুব ভালো লাগল তার। সারা শরীর জুড়ে কেমন যেন একটা শিহরণ হল। বেশ কিছুটা পথ তারা এ ভাবেই চলল, কারও মুখে কোন কথা নেই।

স্বপ্নময়ের বাড়ি এসে গেল। স্বপ্নময় আবার কিরকম যেন অসাড় হয়ে গেল। অহনার কেমন যেন ভয় লাগতে শুরু করল। হঠাৎ নেমপ্লেট চোখে পড়ল - লেখা আছে অনিমেশ ঘোষ, তন্দ্রা ঘোষ। চমকে উঠল অহনা। তন্দ্রা নামটা খুব চেনা চেনা লাগছিল তার। স্বপ্নময়কে জিজ্ঞেস করল - তোমার মায়ের নাম তন্দ্রা আগে বল নি তো? স্বপ্নময় নির্লিপ্ত ভাবে বলল - সেরকম কোন situation আসে নি, তাই বলি নি। অহনা কোন কথা বলল না। সত্যি তো, প্রায় এক বছর হয়ে গেল, তারা সব সময় নিজেদের নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে মা বাবার নামও জানা হয় নি। স্বপ্নময় বোধহয় কিছু একটা বলছিল, অহনা খেয়ালই করম না। তার মাথায় তখন তন্দ্রা-অনিমেষ দুটো নাম ঘুরছে। কোথায় যেন দুটো নাম সে খুব শুনেছে। মাথাটা ঘুরতে শুরু করল তার। তন্দ্রা-অনিমেষ, তন্দ্রা-অনিমেষ, তন্দ্রা-অনিমেষ .... সে অজ্ঞান হয়ে গেল। তখনই তন্দ্রা এসে দরজা খুলল। কিছু বুঝে উঠতে পারল না কি হয়েছে। স্বপ্নময়ের গায়ের উপর অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়েছে অহনা। মা-ছেলেতে মিলে ঘরে আনল অহনাকে। ডাক্তার ডাকা হল। অহনাকে দেখেই ডাঃ মিত্র বলল - একি অনাবিলের মেয়ে এখানে, এইভাবে? অনাবিল কোথায়? তন্দ্রা চমকে উঠল। ডাঃ মিত্রকে জিজ্ঞেস করল - আপনি ওর বাবাকে চেনেন? ডাঃ মিত্র বলল - হ্যাঁ, খুব

ভালো ভাবেই চিনি। মামনিকেও সেই ছোট বেলা থেকে চিনি।

- আর ওর মা? - হঠাৎ যেন তন্দ্রার মুখ থেকে কথাটা বেড়িয়ে এল। কিছুটা ইতস্তত করে ডাঃ মিত্র বলল - অনাবিলের স্ত্রীর সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে অনেক দিন। তার পর আর বিয়ে করে নি অনাবিল। এর বেশী আর কিছু জানি না।

তন্দ্রা ছুটে গেল অহনার কাছে। ঘুমন্ত মেয়ের মাথাটা নিজের কোলে নিয়ে অঝর কান্নায় ভেঙে পড়ল স্বপ্নময়ের মা। দূরে স্তম্ভিত দাঁড়িয়ে ডাঃ মিত্র।

স্বপ্নময় খুবই নির্লিপ্ত - চেয়ে আছে এক নজরে অহনার দিকে - তার একান্ত আপন অহনার দিকে!!

৯/৮/৯৬
নয়ডা